কৃষিই সমৃদ্ধি

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প এর

সেচ সমাচার

বার্ষিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রথম সংখ্যা ৩০ জুন ২০১৯খ্রিঃ ১৬ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
সেচ ভবন, রংপুর।

সেচ সমাচার

বার্ষিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

প্রধান উপদেষ্টা:
প্রকৌশলী সঞ্চয় সরকার
তত্ত্বাবধায়বক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইইপি)
বিএডিসি, রংপুর।

সহযোগিতায়:
এ এইচ এম মিজানুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্মাণ),
বিএডিসি রংপুর রিজিয়ন, রংপুর।

হুসাইন মোহাম্মদ আলতাফ
নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা), বিএডিসি,
লালমনিরহাট রিজিয়ন, লালমনিরহাট।

প্রকাশনায়:
"রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে
ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প"
বিএডিসি, রংপুর।

প্রকাশকাল: জুন ২০১৯

ফটোগ্রাফি: মোরশেদুল ইসলাম, ক্যামেরাম্যান, প্রকল্প দপ্তর।

প্রচ্ছদ: মোঃ শাহ্ আলম, কম্পিউটার অপারেটর, প্রকল্প দপ্তর।

মুদ্রণ:
কমটেক কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।
মোবাইল: ০১৭১৫-০০৪১২২

সম্পাদকীয়

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই কৃষির উন্নতির জন্য কৃষিবান্ধব বাস্তবমুখি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রতিকূল জলবায়ু সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ৫০%-৭০% পর্যন্ত ভর্তুকি প্রদান, পরিবেশসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতি উৎসাহিত করা, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ই-কৃষির বিস্তার, ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধ হাওর এলাকাসহ অন্যান্য সমস্যাসঙ্কুল কৃষিজমির আবাদের আওতা সম্প্রসারণ, কৃষক কৃষিজীবীদের দক্ষতার উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রণোদনা, ভর্তুকি এবং রাজস্ব খাতে প্রদর্শনী, অ্যাডাপশন এবং প্রসেস মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশে আজ টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাংলাদেশের কৃষি খোরপোষের কৃষি থেকে ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যিক কৃষির দিকে ধাবিত হচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, ধান উৎপাদনে চতুর্থ, আম উৎপাদনে সপ্তম, আলু উৎপাদনে অষ্টম এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনে দশম স্থান অধিকার করে বিশ্বব্যাপী কৃষি উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির পরিবেশসম্মত প্রয়োগের মাধ্যমে চলমান কৃষি উন্নয়নের এ জয়যাত্রাকে টেকসই রূপ দিতে হবে। প্রকাশিত এ মুখপত্রে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন ২০১৮-১৯ অর্থবছরে "রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহিত কার্যক্রম/সাফল্যের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভিতরের পাতায়

- "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" এর সার-সংক্ষেপ। — পৃষ্ঠা-৩
- বিএডিসি'র আওতায় "রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের বিগত বছরের অর্জন। — পৃষ্ঠা-৪
- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পশ্চিমাঞ্চল, বিএডিসি, সেচভবন, ঢাকা মহোদয়ের রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের আওতায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন। — পৃষ্ঠা-৫
- বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল (যুগ্মসচিব) মহোদয়ের "এমআইডিআইইইপি" প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন। — পৃষ্ঠা-৬
- রাজস্ব আদায় ও সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক সফট্ওয়্যারের উদ্বোধন। — পৃষ্ঠা-৭
- বিএডিসি'র আওতায় "সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচের পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত। — পৃষ্ঠা-৮
- জনাব মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, ঢাকা মহোদয়ের বিএডিসি, রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের কার্যক্রম পরিদর্শন। — পৃষ্ঠা-৯
- চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি — পৃষ্ঠা ১০-১৫
- "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" এর অডিট সম্পর্কিত তথ্য। — পৃষ্ঠা-১৬
- প্রকল্প এলাকার চরসমূহ — পৃষ্ঠা-১৭
- "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন। — পৃষ্ঠা-১৯
- চিত্রে প্রকল্পের কার্যক্রম। — পৃষ্ঠা-১৯

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প"-এর

সার-সংক্ষেপ

১। প্রকল্পের পরিচিতি :

(ক) প্রকল্পের নাম	:	রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।
(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)।
(গ) বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়	:	কৃষি মন্ত্রণালয়।
(ঘ) সেক্টর/সাব-সেক্টর	:	কৃষি/সেচ।
(ঙ) প্রকল্পের মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)	:	১৪০.৭৭৮৩
(চ) বাস্তবায়ন কাল	:	জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২২

২। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৬,১৯৭ হেক্টর জমিতে ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতিবছর প্রায় ৭২,৮৮৭ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ত্বরান্বিতকরণ;
- পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফলন পার্থক্য হ্রাসকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম নিম্নে ছক আকারে দেখানো হলো :

ক্রঃনং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ (এককসহ)
১	পানি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে খাল পুনঃখনন	২০০ কি. মি.
২	০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন	৪৫ সেট
৩	০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন (চর এলাকায় সেচ প্রদানে জন্য মুভেবল/পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা)	৫০ সেট
৪	ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য ১-কিউসেক বৈদ্যুতিক লো-লিফট পাম্প (এলএলপি) স্থাপন	১০০ সেট
৫	আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ২-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয়	১৮০ টি
৬	খালে পানি সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন সাইজের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	১১৮ টি
৭	সেচের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	৪০৩.৫০ কি. মি.
৮	ফিতা পাইপ সরবরাহ	৩০,০০০ মিটার
৯	খালের পাড়ে বনায়ন	৪৫,০০০ টি
১০	কৃষি শ্রমিক ও কৃষক প্রশিক্ষণ	৯০০ জন

বিএডিসি'র আওতায় "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের বিগত বছরের অর্জন।

খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে ফসল উৎপাদনের ০৩(তিন) টি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান উন্নত বীজ, সুষম সার ও যথাযথ সেচ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। সঠিক সেচ ব্যবস্থা ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করে রংপুর বিভাগের ০৪(চার) জেলার ২৮টি উপজেলার ১৬,১৯৭ হেক্টর জমি সেচ কার্যের আওতায় এনে অতিরিক্ত ৭২,০০০ মেট্রিকটন খাদ্য-শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পটি গত ২৭-০২-২০১৮খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের ১ম অর্থ বছরের কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ১০০%অর্জিত হয়েছে। এ পর্যন্ত চলতি ২০১৮-১৯খ্রিঃ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০০% ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি সম্পন্ন হয়েছে।

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় নীলফামারি সদর উপজেলায় সিংগীমারি জাতীয় খাল পুনঃখননের চিত্র।

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত রংপুর সদর উপজেলার তমফাট ইউনিয়নে ২-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত গভীর নলকূপের স্কিমের চিত্র।

২০১৮-১৯খ্রিঃ অর্থ বছরের কার্যক্রমের মধ্যে খাল পুনঃখনন ৫০কিঃ.মিঃ, ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ ১০টি, ১-কিউসেক এলএলপি, ২- সাবমার্সিবল পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ ও বর্ধিতকরণ এবং ০.৫-কিউসেক সৌরশক্তি চালিত এলএলপি স্থাপন ও সেচ নালা নির্মাণ ৯৩.৫কিঃ.মিঃ এবং এলএলপি'র জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ ২৫টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য এবং সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য দক্ষ কৃষক গড়ে তুলতে প্রকল্পের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণের কার্যক্রমও পরিচালিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত খালসমূহে জমাকৃত ভূ-উপরিস্থ পানি কৃষকগণ সেচকাজে ব্যবহার শুরু করেছেন। চৈত্রকুল খাল পুনঃখননের মাধ্যমে ২০০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে। যার ফলে কৃষকগণ সঠিক সময়ে বোরো আবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন। ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের ফলে সেচের পানির অপচয় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

গত ৯/০২/১৯-১১/০২/১৯খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর (আরডিএ),বগুড়া এর যৌথ উদ্যোগে "সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচের পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ" কোর্সটি উল্লেখযোগ্য। ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ করে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, পরিবেশ বান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার, আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ কৃষক গড়ার মাধ্যমে অতিরিক্ত ৭২,০০০ মেট্রিকটন খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বিএডিসি'র ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প অঞ্চলের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

গত ৯/০২/১৯-১১/০২/১৯খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর (আরডিএ),বগুড়া এর যৌথ উদ্যোগে "সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচের পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ" কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি আরডিএ'র নবনিযুক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পশ্চিমাঞ্চল, বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা মহোদয় এর রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের আওতায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ২৮/০৭/১৮খ্রিঃ তারিখে জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিমাঞ্চল), বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা মহোদয় রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের আওতাধীন লালমনিরহাট রিজিয়নের আওতায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের প্রথম পর্যায়ে তিনি লালমনিরহাট জেলার কুলাঘাট ইউনিয়নে "ছিটমহলের উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১৭,৭৮,৪১৯.০০ (সতের লক্ষ আটাত্তর হাজার চার শত উনিশ) টাকা ব্যয়ে নির্মিত ০.৫ কিউসেক ক্ষমতার সৌর চালিত সেচ পাম্প পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সৌর শক্তি চালিত পাম্পটির প্রযুক্তিগত কার্যক্ষমতা এবং সঠিকভাবে পরিচালনার বিষয়ে উপস্থিত স্কীমভূক্ত কৃষক ও প্রকৌশলীবৃন্দকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পাম্পটি স্থাপনের ফলে আশে পাশে সেচ ব্যবস্থার উপর এর প্রভাব এবং পাম্পটির মাধ্যমে সরবরাহকৃত পানির সহজলভ্যতা ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা নিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে মতবিনিময় করেন। এর পর তিনি বিএডিসি, লালমনিরহাট সদর উপজেলার উচ্চতর উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এর কার্যালয় ও কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং নির্বাহী ও সহকারী প্রকৌশলী (সওকা) এর কার্যালয়, মহেন্দ্রনগর, লালমনিরহাট পরিদর্শন করেন। এছাড়া অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় পাটগ্রাম উপজেলায় "ছিটমহল উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি" এর আওতায় নির্মিত ছোট আকারের ওয়াটার পাসিং স্ট্রাকচার এবং পুনঃখননকৃত পুকুর পরিদর্শন করেন।

লালমনিরহাট জেলার কুলাঘাট ইউনিয়নে বিএডিসি কর্তৃক ছিটমহলের উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি" এর আওতায় নির্মিত ০.৫ কিউসেক ক্ষমতার সৌরচালিত সেচ পাম্প পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিমাঞ্চল), সেচ ভবন, বিএডিসি, ঢাকা।

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের Prospectus উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পশ্চিমাঞ্চল, বিএডিসি, সেচ ভবন, ঢাকা।

পরদিন ২৯/০৭/১৮ ইং রোজ- রবিবার অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিমাঞ্চল) মহোদয় সেচ ভবন, বিএডিসি, সাগরপাড়া, ধাপ, রংপুর সম্মেলন কক্ষে রংপুর ও বগুড়া সার্কেলের "মাসিক সমন্বয় সভা" এবং "সেচযন্ত্র পরিচালনা ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক কার্যক্রমের সফটওয়্যার অবহিতকরণ ও পর্যালোচনা" শীর্ষক সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি মহোদয় সভায় রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের কার্যক্রমের সঠিক বাস্তবায়ন ও কৃষি ব্যবস্থাকে আধুনীকায়ন করার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইইপি) বিএডিসি, রংপুর। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব এস এম শহীদুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং প্রকল্প পরিচালক (বৃহত্তর বগুড়া দিনাজপুর ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্প), বিএডিসি, বগুড়া (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল, বগুড়া, জনাব মোঃ বদিউল আলম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, পাবনা সার্কেল, পাবনা ও সংশ্লিষ্ট জেলার প্রকৌশলীগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় রংপুর ক্ষুদ্রসেচ সার্কেলের আওতায় তৈরিকৃত সেচযন্ত্র পরিচালনা ও রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করা হয়। প্রধান অতিথি মহোদয় সফটওয়্যারটি নির্মানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব সঞ্জয় সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ও সফটওয়্যারটিকে বিএডিসি এর নিজস্ব সার্ভারের সাথে সংযুক্তকরণ এর পক্ষে মতামত প্রদান করেন। সফটওয়্যারটি পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করা হলে সেচযন্ত্র ব্যবস্থাপনা ও কৃষক সেবা আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে সভায় মত প্রকাশ করেন। সভায় আরেকটি নতুন সেচ প্রযুক্তি "ভ্যালি ইরিগেশন" পদ্ধতির একটি প্রতিবেদন পাবনা সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ বদিউল আলম সরকার কর্তৃক উপস্থাপিত হয়। সফটওয়্যার এর মাধ্যমে সেচযন্ত্র ব্যবস্থাপনা এবং ভ্যালি ইরিগেশন সেচ পদ্ধতি চালু হলে কৃষি সেচ পদ্ধতিতে নতুন মাত্রা যোগ হবে।

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল (যুগ্মসচিব) মহোদয়ের "এমআইডিআইইইপি" প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন।

গত ১২-০৩-২০১৯খ্রিঃ তারিখে বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল (যুগ্মসচিব) মহোদয় "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে আরো উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এবিএম মাহমুদ হাসান খান, এ এইচ এম মিজানুল ইসলাম ও হুসাইন মুহাম্মাদ আলতাফ এবং সহকারী প্রকৌশলী সুদেব কর্মকার, ফারজুল আরেফিন ও অন্যান্য কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ। মহোদয় রংপুর সার্কেলের আওতায় কুড়িগ্রাম জেলায় "কুড়িগ্রাম জেলার সদর, উলিপুর ও চিলমারী উপজেলার চরাঞ্চলে পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় চিলমারী উপজেলায় পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে এবং কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় তিনি কৃষকদের সাথে চরাঞ্চলে চাষাবাদকৃত বিভিন্ন ফসলের গতানুগতিক সেচ ব্যবস্থার বিভিন্ন অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন এবং চর এলাকার জমিতে স্বল্প সেচ দিয়ে উৎপাদিত হয় এমন ধরনের ফসল উৎপাদন করার ব্যাপারে উপস্থিত কৃষকদের পরামর্শ প্রদান করেন। কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে অত্র চর এলাকার কৃষিতে সেচ ব্যবস্থা সহজতর হবে এবং অতিরিক্ত প্রায় ৪৮ হেক্টর অনাবাদি জমি সেচের আওতায় এনে অতিরিক্ত ১৪৪০ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্ভব হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন।

এর পর মহোদয় প্রকল্পের আওতায় লালমনিরহাট সদর উপজেলায় পুনঃখননকৃত কুলাঘাট খাল পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং খালের দুই পাশে ওয়াটার পাসিং স্ট্রাকচার নির্মাণ ও বৃষ্টির পানিতে খালের পাড় ক্ষয় রোধ করতে ঘাস রোপণ বিষয়ে উপস্থিত কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেন।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল (যুগ্মসচিব) মহোদয় গত ১২-০৩-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত চৈত্রকুল খাল পুনঃখনন পরিদর্শন করেন।

এরপর তিনি রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার তালুকশাহাবাজ চর এ প্রকল্পের আওতায় সৌরশক্তি চালিত বুডেবল/পোর্টেবল সেচ স্কীম, সোলার চালিত নৌকায় নির্মিত পাম্প হাউজ পরিদর্শন করে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় কালে বলেন পোর্টেবল সেচ স্কীম চালু হলে বর্তমান সময়ের কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ সেচ ব্যবস্থার অবসান ঘটবে যার ফলে স্থানীয় কৃষকগণ সঠিক সময়ে ফসল রোপণ ও সেচ প্রদান করে অধিক ফসল উৎপাদন করতে পারবে। মহোদয় পরের দিন পীরগঞ্জ উপজেলার টুকুরিয়া ও চৈত্রকোল ইউনিয়নে পুনঃখননকৃত চৈত্রকুল খাল পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং খালের দু-পাশের কৃষকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণের বিষয়ে উপস্থিত কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন এবং খাল পুনঃখননের ফলে সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষকদের সাথে মত বিনিময় করেন। উল্লেখ্য যে খালটি পুনঃখননের মাধ্যমে চৈত্রকুল বিলের প্রায় ২০০০ হেক্টর চাষযোগ্য জমির জলাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে যা থেকে অতিরিক্ত প্রায় ৯০০০ মেট্রিকটন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এরপর মহোদয় পীরগঞ্জ উপজেলার চতরা ইউনিয়নে নীলদরিয়া নামক একটি দিঘী পরিদর্শন করেন যা ভূউপরিস্থ পানির একটি বড় উৎস এবং শুষ্ক মৌসুমে দীঘির ভূউপরিস্থ পানি চারপাশের জমিতে সেচ কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হলে স্থানীয় কৃষকগণ লাভবান হবেন মনে করে সেখানে বিভিন্ন ক্ষমতার এলএলপি স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেন।

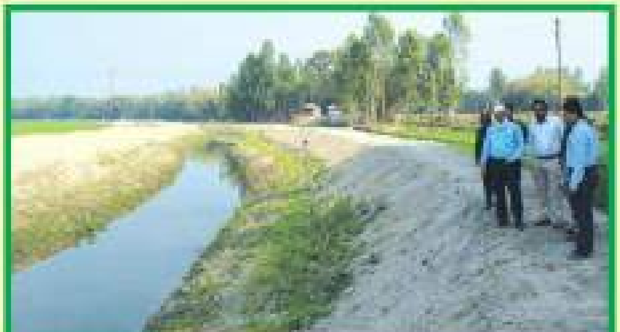

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল (যুগ্মসচিব) মহোদয় গত ১১-০৩-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে "রংপুর ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় লালমনিরহাট জেলায় কুলাঘাট ইউনিয়নে পুনঃখননকৃত কুলাঘাট খাল পরিদর্শন করেন।

রাজস্ব আদায় ও সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক সফট্ওয়্যারের উদ্বোধন

বিএডিসি সেচভবন, রংপুর এর সম্মেলন কক্ষে গত ১১/০৮/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে সেচযন্ত্র পরিচালনা, রাজস্ব আদায় ও সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক সফট্ওয়্যারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং রংপুর বিভাগের বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের পলিসি, পরিকল্পনা ও সমন্বয় (পিপিসি) উইং এর দায়িত্বে নিয়োজিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম মহোদয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র বীজ ও উদ্যান উইং এর সম্মানিত সদস্য পরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক জনাব মোঃ মহসীন মহোদয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র সম্মানিত সাবেক চেয়ারম্যান ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান মহোদয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি (পশ্চিমাঞ্চল) এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ, রংপুর অঞ্চলের ডিএই এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ শাহ আলম মহোদয়সহ রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা ও বগুড়া অঞ্চলের বিএডিসি'র কর্মকর্তাবৃন্দ।

"সেচযন্ত্র পরিচালনা, রাজস্ব আদায় ও সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক সফট্ওয়্যারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং রংপুর বিভাগের বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়" শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের পলিসি, পরিকল্পনা ও সমন্বয় (পিপিসি) উইং এর দায়িত্বে নিয়োজিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম মহোদয়।

সেচযন্ত্র পরিচালনা, রাজস্ব আদায় ও সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক সফট্ওয়্যারটির শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের পলিসি, পরিকল্পনা ও সমন্বয় (পিপিসি) উইং এর দায়িত্বে নিয়োজিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম মহোদয়।

রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব সঞ্জয় সরকার সেচযন্ত্র পরিচালনা, রাজস্ব আদায় ও সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক সফট্ওয়্যারটির নির্মাণ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ও ডাটা সংযোজনের নিয়ম সমৃদ্ধ একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। সফট্ওয়্যারটির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে পূর্বে স্কীম পরিচালনা ও রাজস্ব আদায় এর তথ্য সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরি করতে যে দীর্ঘ সময় ও শ্রম ব্যয় হতো তা অতি সহজে ও অল্প সময়ে সঠিকভাবে করা সম্ভব হবে ফলে কৃষক সেবা সহজীকরণ ত্বরান্বিত হবে। এরপর প্রধান অতিথি মহোদয় সফট্ওয়্যারটির শুভ উদ্বোধন করে বলেন সফট্ওয়্যারটি চালু করা হলে বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়বে যা কৃষিনীতি ২০১৮ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে। সভায় বিশেষ অতিথি বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তাদেরকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সব ধরনের চাপমুক্ত থেকে সততা ও দক্ষতার সাথে কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বলেন এবং প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে যে কোন সমস্যায় বিএডিসি'র সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পাশে থেকে সমস্যা সমাধানে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এরপর সভাপতি মহোদয় রংপুর, লালমনিরহাট, বগুড়া ও দিনাজপুর অঞ্চলে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রম উল্লেখ করে বলেন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে এ অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ভূউপরিস্থ পানির মাধ্যমে সেচ পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এরপর সভাপতি মহোদয় সফট্ওয়্যারটি নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ উপস্থিত সকল কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিএডিসি'র আওতায় "সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচের পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ" অনুষ্ঠিত

গত ০৯/০২/১৯ইং তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়িত "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এর যৌথ উদ্যোগে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচের পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল সংক্রান্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কোর্সটি (আরডিএ) এর সেমিনার কক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী জনাব মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি ঢাকা মহোদয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ফেরদৌস হোসেন খান, পরিচালক, সিআইডব্লিউএম, পউবো, বগুড়া, রংপুর ও বগুড়া (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব সঞ্জয় সরকার ও এস এম শহীদুল আলম। কোর্স সমন্বয়ক মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, উপ-পরিচালক (আরডিএ), বগুড়া এবং প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র রংপুর, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ (ক্ষুদ্রসেচ) অঞ্চলের নির্বাহী ও সহকারী প্রকৌশলীবৃন্দ।

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এর যৌথ উদ্যোগে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচের পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল সংক্রান্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রকৌশলী জনাব মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি ঢাকা।

পৃথিবীতে শতকরা ০.৩ শতাংশ স্বাদু পানি বিদ্যমান তার শতকরা ৯০ ভাগ ব্যবহার উপযোগী তন্মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই পানি ব্যবহৃত হয় কৃষিকাজে। এতে করে ভূ-গর্ভস্থ পানি সাশ্রয় এখন সময়ের দাবি। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আওতায় "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেচকার্যে ক্রমবর্ধমান পানি সংকট নিরসনে নতুন নতুন সেচ প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়। "রংপুর অঞ্চলের ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পে" সর্বাধুনিক সেচ প্রযুক্তি নির্মাণের কর্মসূচি বিদ্যমান এবং এসব সেচ প্রযুক্তির সম্পর্কে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচের পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল বিষয়ক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে সেচের পানি পরিমাপ পদ্ধতি, সৌরশক্তি নির্ভর দ্বি-স্তর কৃষি ব্যবস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণ আধুনিক সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করেন যা পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে তার প্রতিফলন ঘটবে। এছাড়াও বিএডিসি'র বাস্তবায়িত সেচ প্রযুক্তি এবং আরডিএ'র গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও প্রযুক্তির তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি করে সেচ কার্যে পানির অপচয় হ্রাস করা সম্ভব হবে। ১১/০২/০৯ খ্রিঃ তারিখে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর (আরডিএ), বগুড়ার নবনিযুক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ড. এমএ মতিন। প্রধান অতিথি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সমাপনী বক্তব্য রাখেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণ সনদ প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচের পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল সংক্রান্ত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সনদ প্রদান করেন পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর (আরডিএ), বগুড়ার নবনিযুক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম।

জনাব মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, ঢাকা মহোদয়ের বিএডিসি রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের কার্যক্রম পরিদর্শন

বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উত্তরের ৪ জেলা, রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামের ১৩,১৯৭ হেক্টর জমি সেচ কার্যক্রমের আওতায় এনে অতিরিক্ত ৭২ হাজার মেট্রিকটন খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় গত ১৫/০১/২০১৯খ্রিঃ তারিখে প্রকৌশলী মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, ঢাকা মহোদয় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী এ.এইচ.এম মিজানুল ইসলাম ও হুসাইন মোহাম্মদ আলতাফ, সহকারী প্রকৌশলী মোঃ শাহী আমিন ও সুলতানুল আরেফিন এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ। এসময় তিনি সেচ ভবন, সাগরপাড়া, ধাপ, রংপুর এর সংস্কার কাজ এবং চৈত্রকুল খাল পুনঃখনন কাজ পরিদর্শন করেন এবং খাল পুনঃখনন কাজে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর তিনি সংস্কারকৃত বদরগঞ্জ (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট দপ্তরের শুভ উদ্বোধন করে ইউনিটের ট্রেনিং সেন্টারে ৩ দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় কালে সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

গত ১৫/০১/২০১৯খ্রিঃ তারিখে প্রকৌশলী মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি মহোদয় সংস্কারকৃত বদরগঞ্জ (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট দপ্তরের শুভ উদ্বোধন করেন।

গত ১৫/০১/২০১৯খ্রিঃ তারিখে প্রকৌশলী মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি মহোদয় সেচ ভবন, সাগরপাড়া, ধাপ, রংপুর এর সংস্কার কাজ পরিদর্শন করেন।

১৬/০১/২০১৯খ্রিঃ তারিখে প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় ভিতরকুঠি বাঁশ পচা সাবেক সিট মহলে "সিট মহলের উন্নয়নের জন্য সমন্বিত কর্মসূচি" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় লালমনিরহাট সদর উপজেলায় স্থাপিত ০.৫-কিউসেক সৌর শক্তি চালিত এলএলপি'র স্কিম পরিদর্শন করেন। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় সোলার প্যানেলে উৎপাদিত সৌর শক্তি মাধ্যমে সেচ কার্যসহ এর বহুমুখি ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপস্থিত সকল কার্যক্রমের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি "লালমনিরহাট জেলার সানিয়াজান ইউনিয়নে ভূউপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প" ও "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প দুটির বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি

বিএডিসি লালমনিরহাট জোন আয়োজিত "সেচ ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, খাদ্যশস্য ও বীজ উৎপাদন, সবজি উৎপাদন ও মৎস্য চাষ" বিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন জনাব সঞ্জয় সরকার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল।

প্রকল্পের আওতায় কাউনিয়া উপজেলায় ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন জনাব সঞ্জয় সরকার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল।

প্রকল্পের আওতায় লালমনিরহাট জোন আয়োজিত ৩ দিন ব্যাপী কৃষক/ স্কিম ম্যানেজার/ অপারেটার / ফিল্ডম্যানদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির চিত্র।

চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল (যুগ্মসচিব) মহোদয় "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পীরগঞ্জ উপজেলায় চৈত্রকুল খাল পুনঃখননের উদ্দেশ্যে কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রকল্পের আওতায় চলমান ডাগওয়েল নির্মাণের মাধ্যমে সোলার চালিত এলএলপি'র নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল (যুগ্মসচিব) মহোদয়।

প্রকল্পের আওতায় লালমনিরহাট সদর উপজেলার কুলাঘাট ইউনিয়নে পুনঃখননকৃত কুলাঘাট খাল পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল (যুগ্মসচিব) মহোদয়।

চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় চরের সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার তালুকশাহাবাজ চর পরিদর্শন করেন বিএডিসি'র সম্মানিত চেয়ারম্যান ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান মহোদয়।

"রাজস্ব আদায় ও সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক সফট্‌ওয়্যারের উদ্বোধন ও রংপুর বিভাগের বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়" শীর্ষক সভায় সেচযন্ত্র পরিচালনা, রাজস্ব আদায় ও সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত অনলাইন ভিত্তিক সফট্‌ওয়্যারটির নির্মাণ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ও ডাটা সংযোজনের নিয়ম সমৃদ্ধ একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব সঞ্জয় সরকার।

প্রকল্পের আওতায় চরের সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার তালুকশাহাবাজ চরের কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন বিএডিসি'র সম্মানিত সাবেক চেয়ারম্যান ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান মহোদয়।

চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি

জনাব মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি মহোদয় গত ১৫-০১-২০১৯খ্রিঃ তারিখে সংস্কারকৃত বদরগঞ্জ (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট দপ্তরের শুভ উদ্বোধন করেন।

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় বদরগঞ্জ (ক্ষুদ্রসেচ) ইউনিট এর ট্রেনিং সেন্টারে ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন জনাব মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, ঢাকা

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া এর যৌথ উদ্যোগে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেচের পানি ব্যবস্থাপনা কৌশল সংক্রান্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রকৌশলী জনাব মোঃ জিয়াউল হক, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি ঢাকা।

চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী সদর উপজেলায় পুনঃখননকৃত বাঘডোখরা খাল পরিদর্শন করেন জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী ঢাকা (সওকা) রিজিয়ন, সেচ ভবন, ঢাকা।

প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী সদর উপজেলায় পুনঃখননকৃত সিংগীমারী জাতীয় খাল খনন পরিদর্শন করেন জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী ঢাকা (সওকা) রিজিয়ন, সেচ ভবন, ঢাকা।

প্রকল্পের আওতায় লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার বড়খাতা ইউনিয়নে নির্মিত ১-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি'র স্কিম পরিদর্শন করেন জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী ঢাকা (সওকা) রিজিয়ন, সেচ ভবন, ঢাকা।

চিত্রে প্রকল্পের অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় লালমনিরহাট সদর উপজেলার কুলাঘাট ইউনিয়নে পুনঃখননকৃত কুলাঘাট খাল পরিদর্শন করেন জনাব সঞ্জয় সরকার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক, রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল।

প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলায় পুনঃখননকৃত খটখটিয়া খাল পরিদর্শন করেন জনাব সঞ্জয় সরকার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইপি), রংপুর (ক্ষুদ্রসেচ) সার্কেল ও উপপ্রধান প্রকৌশলী (মিপু) মোঃ সারওয়ার হোসেন।

প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলায় কল্যানী ইউনিয়নে ২-কিউসেক সাবমার্সিবল পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন জনাব প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার, প্রকল্প পরিচালক (এমআইডিআইইপি), রংপুর ও জনাব এ এইচ এম মিজানুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী রংপুর (নির্মাণ) রিজিয়ন।

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" এর অডিট সম্পর্কিত তথ্য

নিরিক্ষা ও হিসাব রক্ষণ অফিসার প্রশাসন-১ আঞ্চলিক কার্যালয় (সেক্টর-৭) ৭০/এ, কাজীহাটা, গ্রেটার রোড, রাজশাহী দপ্তর স্মারক নং-১৫৪৩/প্রশা/রাজ/অবগতি/ত্রৈঃপ্রঃলঃ/৮ত(৭)/২০১৮-২০১৯/৭১৯৩ তাং ১৫/০৪/১৯ খ্রিঃ মোতাবেক ২৯-০৮-২০১৯ হতে ০৫-০৫-২০১৯ পর্যন্ত নিরীক্ষা দল তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), রংপুর সার্কেল দপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক, রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের ২০১৫ - ২০১৮ সালের হিসাব নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন হয়েছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনের তথ্য

ক্রঃ নংঃ	কর্মকর্তার নাম	পদবী	পরিদর্শনের তারিখ
১	জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান	কৃষি সচিব কৃষি মন্ত্রণালয়	১৭ ডিসেম্বর ২০১৭ ১০ আগষ্ট ২০১৮
২	জনাব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম	সাবেক অতিরিক্ত সচিব(পিপিসি) কৃষি মন্ত্রণালয়	১০ আগষ্ট ২০১৮
৩	জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন	সাবেক সদস্য পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বিএডিসি	১০ আগষ্ট ২০১৮
৪	এবিএম মাহমুদ হাসান খান	নির্বাহী প্রকৌঃ (নির্মাণ) বিএডিসি, ঢাকা	১০-১২ মার্চ, ২০১৯
৫	জনাব মোঃ জিয়াউল হক	প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), বিএডিসি	১৪-১৬ জানুয়ারি, ২০১৯
৬	প্রকৌঃ শিবেন্দ্র নারায়ণ গোপ	উপ-প্রধান প্রকৌঃ বিএডিসি, ঢাকা	১৫-১৭ এপ্রিল, ২০১৯
৭	প্রকৌশলী মোঃ লুৎফর রহমান	প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) বিএডিসি, ঢাকা	১৭-১৯ এপ্রিল, ২০১৯
৮	জনাব মোঃ আব্দুল জলিল	যুগ্মসচিব, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) বিএডিসি, ঢাকা	২৫ এপ্রিল ২০১৮ ১০-১২ মার্চ, ২০১৯
৯	জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পশ্চিমাঞ্চল) বিএডিসি, ঢাকা	২৬-২৭ এপ্রিল, ২০১৯
১০	মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম	নির্বাহী প্রকৌশলী (সওকা) ঢাকা রিজিয়ন, সেচ ভবন, বিএডিসি,ঢাকা	২৩ মার্চ ২০১৯
১১	মোঃ জামাল উদ্দিন	উপপ্রধান (পরিকল্পনা), বিএডিসি	২৩-২৫ মার্চ, ২০১৯ ০১-০৭ জুলাই, ২০১৯

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলায় বালাপাড়া ইউনিয়নের তালুক শাহাবাজ চুষমারা চরে সৌরশক্তি চালিত মুভেবল/ পোর্টেবল সেচ স্কীমে নির্মিত ডাগওয়েল/ পাতকূয়া।

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলায় বালাপাড়া ইউনিয়নের তালুক শাহাবাজ চুষমারা চরে সৌরশক্তি চালিত মুভেবল/ পোর্টেবল সেচ স্কীমে নির্মিত সৌরশক্তি চালিত নৌকা।

প্রকল্প এলাকার চরসমূহ

SKETCH MAP OF KAUNIA CHAR

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমইডি) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন ১১-১৩ জুন, ২০১৯ তারিখে রংপুর জেলায় তাঁর মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ, প্রকল্পের নথি-পত্রাদি পর্যালোচনা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও সুবিধাভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করা হয়। পরিদর্শনকালে, প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী সঞ্জয় সরকার ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্পের আওতায় রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও কুড়িগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সেচ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ ও সৌরশক্তি চালিত এলএলপি স্থাপন, ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, খাল পুনঃখনন, পরীক্ষামূলক প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, সাবমার্সড ওয়ার নির্মাণ, ছোট আকারের সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ওয়াটার পাসিং অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে। বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমইডি) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন মহোদয় রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের তালুক শাহাবাজ মৌজার তালুক শাহাবাজ চরে সৌরশক্তি চালিত মুভেবল ০.৫-কিউসেক লো-লিফট পাম্প (সোলার এলএলপি) স্থাপন ও সৌর শক্তি চালিত পাতকুয়া নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।

রংপুর জেলার কাউনিয়া উপজেলার তালুক শাহবাজ চর ও চুলমারা চরের ০.৫ কিউসেক সোলার এলএলপি'র স্কীম পরিদর্শন করেন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (আইএমইডি) বিভাগের পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন জনাব মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) পশ্চিমাঞ্চল, বিএডিসি, ঢাকা।

প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন আইএমইডি'র পরিচালক মোসাঃ তাজকেরা খাতুন।

ডাগওয়েল এ সোলার প্যানেল (৯.৬ কিলোওয়াট) স্থাপন করা হয়েছে যা থেকে ৯.৬ কিলোওয়াট নবায়ন যোগ্য জ্বালানি উৎপাদিত হবে যার দ্বারা ১০ হেক্টর জমিতে সেচ দেওয়া হবে এতে করে চরের প্রায় ১০০ কৃষক উপকৃত হবে। স্থাপিত এলএলপি'র মাধ্যমে তিস্তা নদীর পানি ব্যবহার করে সেচ প্রদান করে মিষ্টি কুমড়া, চিনা বাদাম, তরমুজ, টমেটো, লেটুস, ওলকপি, শালগম, তিল, তিশি, মরিচসহ বিভিন্ন জাতের ফসল উৎপাদন করা সম্ভব স্বল্প খরচে ও সহজে। পরে প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত রংপুর জেলার উপজেলায় ফলিমারী খালটি পরিদর্শন করা হয় খালটি পুনঃখননের পূর্বে জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতো ফলে কৃষকরা সঠিক সময়ে ফসল ঘরে তুলতে পারতো না। খালটি পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হওয়ায় খালে বৃষ্টির পানি সংরক্ষিত হচ্ছে, জলাবদ্ধতা দূরিকরণ হচ্ছে এবং ভূউপরিস্থ পানির ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি খালের পানি দ্বারা ২০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে প্রায় ১০০০ টি কৃষক পরিবার উপকৃত হচ্ছে। এছাড়াও তিনি রংপুর সদর উপজেলার উত্তম ইউনিয়নের হাজীরহাট মৌজার গভীর নলকূপ এবং সদর উপজেলার তামপাট ইউনিয়নের তালুক ধর্মদাস মৌজাই প্রকল্প কর্তৃক ৫০০ মিটার বারিড পাইপ লাইন সম্প্রসারণ কাজ পরিদর্শন ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সুবিধাভোগী কৃষকদের সাথে মত বিনিময় করেন। মত বিনিময় কালে উপস্থিত কৃষকরা জানান ব্যক্তিগত এলএলপি থেকে কৃষকদের মাঠে সেচ দেয়া হলে খরচ অনেক বেশী পড়ত কিন্তু ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণের ফলে পানি অপচয় রোধ হয় এবং খরচ কম হয়।

চিত্রে প্রকল্পের কার্যক্রম

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক ২৭-২৯ মে, ২০১৯ তারিখ তিন দিনব্যাপী কর্মচারীদের কম্পিউটার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য "কর্মচারীদের কম্পিউটার দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণ" প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়। জনাব এনামুল হাবীব, জেলা প্রশাসক, রংপুর মহোদয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), রংপুর কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়।

"রংপুর অঞ্চলে ভূউপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্প কর্তৃক রংপুর সদর উপজেলার রাজেন্দ্রপুর ইউনিয়নে ১-কিউসেক এলএলপি'র জন্য স্যান্ডুইচ প্যানেল দ্বারা পাম্প হাউজ নির্মাণ।

গত ১৬-০৩-২০১৯খ্রিঃ তারিখে "রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলায় ১২ কিঃমিঃ দীর্ঘ চৈত্রকুল খাল পুনঃখনন কার্যক্রমের উপরে মাছরাঙা টেলিভিশনে একটি প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। প্রতিবেদনে চৈত্রকুল খাল পুনঃখননের মাধ্যমে প্রায় ১৮০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে উপকারভোগী কৃষকদের কথা তুলে ধরা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে অত্র প্রকল্পের আওতায় ৬৪.২৭৫ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন কাজ চলমান।

প্রকল্প শুরু থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি:

প্রধান প্রধান কাজ	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯
খাল/ নালা পুনঃখনন (১০,০০০ ঘনমিটার/কি. মি., লেভেলিং, ড্রেসিং, সার্ভে ও ডিজাইনসহ)	২০০ কি.মি.	-	৫৬ কি.মি.
বড়, মাঝারী ও ছোট আকারের হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ (রাবারড্যাম/ সাবমার্জড ওয়্যার/সাইফন/ ফুট ব্রীজ, ক্যাটল ক্রসিং, ফিডার আউটলেট)	১১৮ টি	-	-
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণ	১৬০ টি	১৫ টি	৭০ টি
বিভিন্ন ক্ষমতার (১, ২ ও ০.৫- কিউসেক) পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	৩৩০ টি (৩১০ কি.মি)	-	৪৫ টি (৪৫ কি.মি.)
বিভিন্ন ক্ষমতার (১ ও ২ কিউসেক) পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ	১৮৭ টি (৯৩.৫ কি.মি.)	-	৭৭ টি (৩৮.৫ কি.মি.)
এলএলপি'র জন্য পাম্প হাউজ নির্মাণ (বিদ্যুৎ চালিত ১০০টি, সৌরশক্তি চালিত ৫০টি)	১৫০টি	-	২৫ টি
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ১-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত এলএলপি ক্রয়	১০০ সেট	-	৫০ সেট
আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ ২-কিউসেক বিদ্যুৎ চালিত সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয়	১৮০ সেট	-	৬৯ সেট
সৌরশক্তি চালিত ০.৫-কিউসেক এলএলপি ক্রয় (সোলার প্যানেল ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদিসহ)	৫০ সেট	-	-
বিভিন্ন ক্ষমতার (১,২ ও ০.৫ কিউসেক) পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ মালামাল ক্রয়	৩৩০ টি (৩১০ কি.মি.)	২০ টি (২০ কি.মি.)	৯৮ টি (৯৬.৪ কি.মি)
বিভিন্ন ক্ষমতার (১ ও ২ কিউসেক) পাম্পের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা বর্ধিতকরণ মালামাল ক্রয়	১৮৭ টি (৯৩.৫ কি.মি.)	৪০ টি (২০ কি.মি.)	৮৩ টি (৪১.৫ কি.মি)
এলএলপি'র জন্য ফিতা পাইপ ক্রয় (১৫০ টি স্কীমে প্রতিটিতে ২০০ মিটার)	৩০ কি.মি.	-	৩০ কি.মি
কৃষক/ম্যানেজার/অপারেটর /ফিল্ডম্যান প্রশিক্ষণ, AWD কিট সরবরাহসহ (৩ দিন করে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন)	৩০ ব্যাচ	৫ ব্যাচ	১০ ব্যাচ
সেমিনার	-	-	১টি (৫০ জন)